কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

উল্টোপথে পুলিশের গাড়িতে ছাত্রের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণ ও বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পুলিশের রিকুইজিশন করা মিনিবাসের ধাক্কায় আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিয়াজ উদ্দিন তপু নিহত হওয়ার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবারও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। দুপুরে রাজধানীর শ্যামলীতে আশার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী রাস্তার দুই পাশ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তাঁদের সঙ্গে শিক্ষকরা ও পাশের ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাও যোগ দেন। তাঁরা মানববন্ধনও করেন। বিক্ষোভকারীরা নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করেন। পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বেলা ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ তুলে নেন। এদিকে নিহত তপুর ভাই হারিস

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১
ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩

ক্ষতিপূরণ ও বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ তোতা গতকাল বনানী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় শুধু বাসটির চালককেই আসামি করা হয়েছে। পুলিশ আদালতের নির্দেশে আসামিকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে বাসে থাকা পুলিশ সদস্যরা থেকে যাচ্ছেন বিচারের আওতার বাইরে।

গত সোমবার বিকেলে বনানীতে পুলিশের রিকুইজিশন করা একটি মিনিবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিংয়ে অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র তপু নিহত হন। আহত হন আরেকজন। পুলিশ সদস্যদের বহনকারী বাসটি রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার পর আশপাশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বনানীতে সড়ক অবরোধ করেন।

গতকাল নিহত তপুর সহযাত্রী রাশেদুল ইসলাম বলেন, 'তপু এক বছর আগে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি শিশুসন্তান রয়েছে। তপুর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তপু অপপো নামের একটি মোবাইল ফোন কম্পানিতে কাজ করতেন। সোমবার বনানীতে ওই কম্পানির একটি অনুষ্ঠান শেষে পূর্ব তেজকুনিপাড়ায় নিজের বাসায় ফিরছিলেন। তিনি সতর্কভাবেই বাইক চালাচ্ছিলেন। কিন্তু পুলিশের গাড়ি উল্টোদিক থেকে এসে তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পুলিশের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখিনি। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নিহতের পরিবারের ক্ষতিপূরণ চাই।'

বিক্ষোভকারী কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, 'আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি তপুর হত্যার বিচার দাবিতে। ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও নিহতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানববন্ধন করেছি। শুনছি, পুলিশের কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। পুলিশের যারা গাড়িতে ছিলেন তাঁদের বিচার চাই। তাঁদের কথায়ই রং সাইড দিয়ে গাড়ি চলেছে। ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আশ্বাসে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এ ব্যাপারে পুলিশকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষতিপূরণ ও বিচার না পেলে ওই দিন দুপুর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাও যোগ দেবেন।'

নিহতের চাচাতো ভাই আনিস বলেন, গতকাল দুপুরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে তপুর লাশ গাজীপুর সদরে নেওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে নানির বাড়ি সালনা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে। পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের ডিসি বিপ্লব কুমার সরকার বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যৌক্তিক। আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম। এ ব্যাপারে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিচারের আশ্বাস দিয়েছে।'

বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, রিকুইজিশন করা শেখর পরিবহনের বাসটির চালকের বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।